ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অসুস্থতার সময় সালমান আমার যত্ন নিয়েছেন : রাশমিকা

পৃঃ ৫

আইসিসির নভেম্বরের সেরা রউফ

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪০ ● কলকাতা ● ০২ পৌষ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'বাংলাদেশিদের ছেড়ে দাও',

আটকে থাকা ভারতের ৯৫ জন মৎস্যজীবী ফিরছেন, জানালেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। বাকি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। একসঙ্গে এতজন মৎস্যজীবী গ্রেফতার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের। উল্লেখ্য, গত দু মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৭৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল। তারাও সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করার অভিযোগে গত অক্টোবর মাসে প্রথমে ৩১ জন মৎসজীবী ও তারও কিছুদিন পরে ৪৮ জন মৎসজীবীকে গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী । পরে নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। আর এবার এইসকল মৎজীবীদের দেশে ফেরাতে এগিয়ে আসল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে কী হত, মৎস্যজীবীরা হারিয়ে যেতেন। পথ খুঁজে পেতেন না। আমরা ভাবতাম যে কোথায় গেল, কী হল। বাড়ির লোকজন ভাবতেন যে মৃত্যু হয়েছে নাকি। কিন্তু আমরা এখন একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করে দিয়েছি। তাতে আমরা ধরতে পারি যে তাঁরা কোথায় আছেন। আমাদের যে ৯৫ জন বাংলাদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি।' সেইসঙ্গে তিনি জানান, পরিবারকে জানিয়ে দিতে যে কাল-পরশুর মধ্যে মৎস্যজীবীরা ফিরে আসবেন। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন যে 'বাংলাদেশের যারা আটকে আছে, তাদের ছেড়ে দাও। আর আমাদের ভারতীয়রা যারা আটকে আছে, তাদেরও ছাড়িয়ে দাও।'

কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গত জুলাই মাস থেকে অস্থির হয়েছে বাংলাদেশ। তারপর গত ৫ অগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। মাঝখানে কিছুদিন থেমে থাকলেও সম্প্রতি ফের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

গ্রেফতারের পরেই পরিবারগুলি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আর্জি জানিয়েছিল তাদের পরিবার। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়টি পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের কানে। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে ফোন করে বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এনিয়ে মন্টুরাম জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার পাশপাশি দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

৪ বছরেই মুড়িগঙ্গার উপর সেতু, নামকরণ সেরে ফেললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাগর পেরতে ভেসেলের অপেক্ষা শেষ। মুড়িগঙ্গার উপর সেতু বানাবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ডিপিআর তৈরি হয়েছে। আগামী ৪ বছরের মধ্যে শেষ হবে কাজ। মঙ্গলবার একথা আরও একবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার সেতুর নামকরণও করে দিলেন তিনি।

আগত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ট্রেন চালানোর আবেদন জানিয়েছেন। ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস এবং ২৫০টি বেসরকারি বাস চালানো হবে। জলপথে চলবে ৩২টি ভেসেল, ১০০টি বার্জ এবং ৯০০টি ছোট ভেসেল। প্রতিটিতে থাকবে স্যাটেলাইন ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা। পুণ্যার্থীদের সুবিধায় একক টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে। থাকছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।একইসঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হন মমতা।

এদিন নবান্ন সভাঘরে বৈঠকে বসেন মমতা। সেখানে রাজ্যের মন্ত্রী থেকে প্রশাসনিক কর্তা, সকলেই হাজির ছিলেন। বৈঠকের শুরুতেই মুড়িগঙ্গার সেতুর কথা উল্লেখ করেন। চার লেনের সেতুটি তৈরি হতে বছর চারেক সময় লাগবে। তবে তার আগেই সেতুর নামকরণ করলেন মমতা। নাম রাখলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলা সেতু।' এর ফলে মেলায় পৌঁছনো সহজ হবে।

সাগর পেরিয়ে কপিল মুনি আশ্রমে পৌঁছতে হয়। যার জন্য সমস্যা পড়েন পুণ্যার্থীরা। তাঁদের কথা ভেবেই মুড়িগঙ্গার উপর সেতু বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে তার ডিপিআর হয়েছে। খরচ ১৫০০ কোটি টাকা। যা পুরোটাই দেবে রাজ্য। মমতার অভিযোগ, মেলার সমস্ত খরচ বহন করে রাজ্য। কেন্দ্রের তরফে কোনও সহায়তা মেলে না।

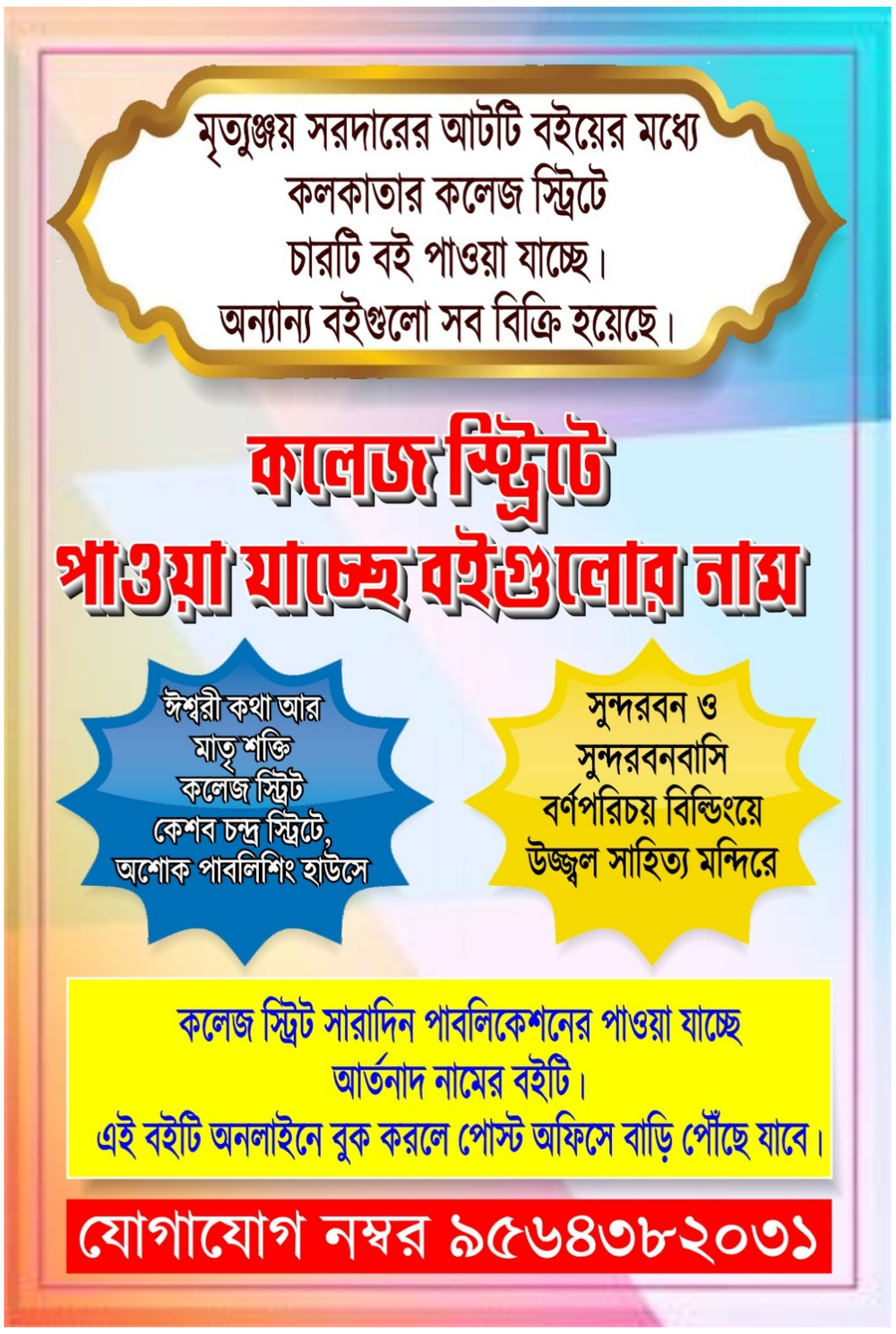

এক দেশ এক নির্বাচন' বিল নিয়ে ভোটাভুটি লোকসভায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল মঙ্গলবার লোকসভায় বহু আলোচিত 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিলটি পেশ করেন। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে 'এক জাতি, এক নির্বাচন' বিল পেশ করে এই আইন প্রণয়নের বিরোধিতাকে 'রাজনৈতিক' বলে আখ্যা দিলেন আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।প্রসঙ্গত, 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকর করতে বেশ কিছু দিন ধরেই একটু একটু করে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে কেন্দ্র। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থা এ দেশে চালু হলে, তা কতটা বাস্তবসম্মত হবে- সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গত মার্চ মাসে কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। কোবিন্দ কমিটির সুপারিশের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিলগুলি তৈরি করা হয়। তবে বিল সংসদে পাশ হলেও তা কার্যকর হতে এখনও অনেকটা সময় লাগতে পারে। যদি কোনও পরিবর্তন বা সংশোধনী ছাড়া বিলগুলি সংসদে পাশ হয়ে যায়, তা হলে 'এক দেশ, এক ভোট' ২০৩৪ সাল থেকে কার্যকর করা যেতে পারে।আইনমন্ত্রী আরও বলেন, এক জাতি, এক নির্বাচন বিল সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মৌলিক কাঠামোর মতবাদকে কোনও ভাবেই আঘাত করে না।

এদিকে বিল পেশ হতেই সংসদে এই বিলের প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা। সমাজবাদী পার্টির নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব তীব্র ভাবে এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সমাজবাদী পার্টির নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, "আবহাওয়া দেখে নির্বাচনের তারিখ বদলাও। আটটা বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করাতে পারেন না, তাঁরা গোটা দেশের লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করবেন?" এই বিলের সমালোচনায় সোচ্চার হন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "মনে রাখা দরকার, রাজ্য সরকার বা বিধানসভা সংসদের অধীনে নয়। বিধানসভা স্বায়ত্তশাসিত। তাই তার উপর হস্তক্ষেপ চলতে পারে না। বস্তুত এটা এক ব্যক্তির স্বপ্নপুরণ ছাড়া আর কিছু নয়।"এই বিলের সমালোচনায় সোচ্চার হন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "মনে রাখা দরকার, রাজ্য সরকার বা বিধানসভা সংসদের অধীনে নয়। বিধানসভা স্বায়ত্তশাসিত। তাই তার উপর হস্তক্ষেপ চলতে পারে না। বস্তুত এটা এক ব্যক্তির স্বপ্নপুরণ ছাড়া আর কিছু নয়।"

সংসদে সরব হন এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, "আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি। এই বিল আঞ্চলিক দলগুলিকে শেষ করে দেবে। এক শীর্ষ নেতৃত্বের 'ইগো' সন্তুষ্ট করতেই এই বিল আনা হচ্ছে।"এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন- "প্রধানমন্ত্রী নিজে ক্যাবিনেট বৈঠকে বলেছেন এই বিলের বিস্তারিত চর্চার জন্য জেপিসিতে পাঠানো হোক। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলছি, যদি জেপিসির প্রস্তাব করেন তাহলে এই আলোচনা এখনই শেষ হবে।" কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল বলেন, "আমরা জেপিসির রেকমেন্ডেশন অবশ্যই আনব।"

বিরোধীদের হইহট্টগোলের মধ্যেই সেক্রেটারি জেনারেল বিলটি নিয়ে ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু করেন। ইলেকট্রনিক মেশিনে এই প্রথম ভোটাভুটি হয় সংসদে। এক দেশ এক নির্বাচন বিলের ভোট প্রক্রিয়া শেষ হতে ভোটাভুটির ফলে দেখা যায় বিলটির সমর্থনে অর্থাৎ পক্ষে ভোট পড়েছে ২৬৯টি এবং এই বিলের বিরোধিতায় অর্থাৎ বিপক্ষে ভোট পড়েছে ১৯৮টি। এরপরেই বিলটি 'ইন্ট্রোটিউজ' করা হয় লোকসভায়। পরে ৩টে পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি রাখা হয়।

চাপের মুখে বাংলাদেশে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা ইউনুসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

উত্তাল বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে প্রয়োজন নির্বাচন। কিন্তু ক্ষমতার লোভে ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুস, এমনই অভিযোগ উঠছে বারবার। এই পরিস্থিতিতে বিজয় দিবসে ভাষণের মাঝেই নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় জানালেন ইউনুস।উল্লেখ্য, হাসিনা সরকারের পতনের পর এখন বাংলাদেশের রাশ অন্তবর্তীকালীন সরকারের হাতে। ইউনুসের শাসনকালে অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। চরমে হিন্দু নির্যাতন। অশান্তি, হামলা, অত্যাচারে সন্ত্রস্ত আমজনতা। একমাত্র নির্বাচিত সরকারই শান্তি ফেরাতে পারে বলে মনে করছে সবমহল। এদিকে গদির লোভে ইউনুস ভোট প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে চাইছে বলে অভিযোগও উঠছে। এরই মাঝে ইউনুসের ভোটের সময় ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।সোমবার বিজয় দিবসে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে মহম্মদ ইউনুসের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সেখানে ভোটের সম্ভাব্য সময় জানান তিনি। বলেন, ২০২৫ সালের শেষ দিকে নির্বাচন হবে। তবে নির্বাচন কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের উপর নির্ভর করছে গোটা বিষয়টা। সেক্ষেত্রে ভোট পিছতে পারে ৬ মাস। এর পাশাপাশি এদিন সবাইকে মিলেমিশে চলার কথা বলেন ইউনুস। একশো শতাংশ মানুষ যাতে ভোটদান করেন, তা নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্যও করেন। এদিন ইউনুস জানান, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাঁদের হাতেই এখন গোটা প্রক্রিয়া।

ডায়মণ্ড হারবারের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সৌজন্যে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে আজ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত/মাহিষ্য সমাজের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভার শুরুতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত-র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরাধীন ভারতে মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট এবং সরকার পরিচালনার দক্ষতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। তিনি বলেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় অন্যান্য প্রদেশেও কয়েকটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দক্ষতা ও কৃতিত্বে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ছিল অনন্য। এই সরকারের কার্যকাল ছিল প্রায় একুশ মাসের -১৯৪২ সালের ১৭ ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ) থেকে ১৯৪৪ সালের ৮ ই আগস্ট পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে আগস্ট মাসে এই সরকারের অবলুপ্তি ঘটলেও তা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়১লা সেপ্টেম্বর। সতীশচন্দ্র সামন্ত-র নেতৃত্বে গঠিত এই সরকারের আরো দুই স্তম্ভ ছিলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি অর্থ সহ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন সুশীল কুমার ধাড়া। তাঁর বিদ্যুৎ বাহিনীকে জাতীয় সরকারের সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভগিনী বাহিনীকেও যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়। অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রচার, বিচার ও আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি মন্ত্রক নিয়ে জাতীয় সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। নিজস্ব মুদ্রা এবং অপরাধীদের জন্য জেলের ব্যবস্থাও ছিল। আয়োজক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনে সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল ধাড়া ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইনজীবী অসিত নাইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন, দিল্লী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি হল বিশ্বের অন্যতম বড় সমাবেশ যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী ভিড় করেন। তিনি বলেন, প্রয়াগরাজ হল এমন একটি জায়গা যার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পবিত্রতা ও ধর্মীয় অনুভূতি। তাঁর কথায়, "প্রয়াগরাজ শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, এটি হল আধ্যাত্মিকতার স্থান।" শ্রী মোদী বলেন, গ্রাম, শহর, নগর সহ দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রয়াগরাজে ভিড় করেন এবং বিশ্বের এ ধরনের জনসমাবেশ এক বিরল ঘটনা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক লক্ষ্য, এক ভাবনা নিয়ে এখানে আসেন। তিনি বলেন, কুম্ভে আগত তীর্থযাত্রীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সেইসঙ্গে, অযোধ্যা, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ-এর মতো শহরের সঙ্গে প্রয়াগরাজের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দেন তিনি। এ প্রসঙ্গে প্রয়াগরাজে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন শ্রী মোদী। তিনি জানান, এ বছরের কুম্ভ মেলায় পরিচ্ছন্নতার কাজে ১৫ হাজারের বেশি স্যানিটেশন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কুম্ভ মেলার সঙ্গে যুক্ত বিশাল আর্থিক কর্মকাণ্ডের কথাও তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, সঙ্গম স্থলে অস্থায়ীভাবে শহর গড়ে তোলা হবে যেখানে দেড় মাস পর প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষ হাজির হবেন। শ্রী মোদী বলেন, ৬ হাজারের বেশি নৌকা-চালক, হাজার হাজার দোকানদার পূণ্য স্নানের সাক্ষী থাকবেন। মেলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, কুম্ভ মেলা শুধুমাত্র সমাজকে শক্তিশালী করবে না, সেইসঙ্গে মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

প্রধানমন্ত্রী আজ প্রয়াগরাজে পৌঁছন এবং সঙ্গম ও অক্ষয় বটবৃক্ষে পুজো দেন। এরপর তিনি হনুমান মন্দির ও সরস্বতী কূপ দর্শন করেন। মহাকুম্ভের প্রদর্শনী স্থলও ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। মহাকুম্ভ, ২০২৫ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে, রেল ও সড়ক প্রকল্প। প্রয়াগরাজের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার

এরপর ৩ পাতায়

টেন্ডার

TENDER NOTICE

Tender is invited though offline Bid System vide **NIT No. 12/Rampara-I GP/2024-25, 13/Rampara-I GP/2024-25, 14/Rampara-I GP/2024-25** with vide **Memo No. - 310/ Ram-I/15th CFC (Untied)/2024-25, 311/Ram-I/15th CFC(Tied)/2024-25 & 312/Ram-I/15th CFC (Tied)/2024-25 Dated:- 16-12-2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **27-12-2024 up to 2.00 PM**. Interested contractors please visit Prodhan of Rampara-I, Gram Panchayat.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

এনএসও-র সমীক্ষা এবং সময়মতো যোগান দেওয়া তথ্য প্রামাণ্য নীতি নির্ধারণে সহায়ক, মত শহরের প্রথম সারির পরিসংখ্যানবিদদের

কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতায় আর্থ সামাজিক সমীক্ষার ৮০তম রাউণ্ডের জন্য দুদিনের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। আজ এর সূচনা হল। এই রাউণ্ডে যে বিষয়গুলি সমীক্ষার আওতায় আসবে সেগুলি হল- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সামাজিক উপাদান : স্বাস্থ্য এবং টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষা(সিএমএস-টি)। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষাটি আগামী বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে, চলবে এক বছর ধরে। টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষাটি আগামী বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত করা হবে। এনএসও-র পারিবারিক সমীক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু, পূর্বাঞ্চলীয় উপ মহানির্দেশক(এফওডি)শ্রী অতনু কুমার চৌধুরী এবং কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ মহানির্দেশক শ্রী সঞ্জীব বসু আজ এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় স্তরের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং এথেকে পাওয়া তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। উচ্চমানের সময়োপযোগী তথ্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কঠোর মান সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। উপ অধিকর্তা শ্রী দীপ্তর্ক দাস, সহকারী অধিকর্তা শ্রীমতী সুতপা ঘোষ এবং এনএসও-র ফিল্ড অপারেশন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে মৌলিক পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ। প্রাথমিকভাবে এই সমীক্ষা থেকে অসুস্থতার সূচক, হাসপাতালে ভর্তির

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

উন্নতিতে এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া, পানীয় জল ও বিদ্যুতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পেরও তিনি উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি মন্দির করিডরের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ভরদ্বাজ আশ্রম করিডর, হনুমান মন্দির করিডর প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমতী আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং শ্রী ব্রজেশ পাঠক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২ পাতার পর

এনএসও-র সমীক্ষা এবং সময়মতো যোগান দেওয়া তথ্য প্রামাণ্য নীতি নির্ধারণে সহায়ক, মত শহরের প্রথম সারির পরিসংখ্যানবিদদের

হার, সরকারি ও বে-সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অনুপাত প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। রোগীদের আলাদাভাবে খরচ করতে হচ্ছে কিনা এবং তারা সরকারি চিকিৎসা বীমার সুযোগ কতটা পাচ্ছেন- সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। টেলিকম সংক্রান্ত সার্বিক সমীক্ষায় (সিএমএস) টেলিকম সম্পর্কিত সূচক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি)প্রয়োগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/ দফতর বিশ্বজনীন সূচক তৈরির জন্য পাঠাবে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলিতে যাওয়া কঠিন। সেই অঞ্চলগুলি ছাড়া সারা ভারত জুড়েই এই সমীক্ষা চালানো হবে।

মস্কোয় বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন রাশিয়ার পরমাণু সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের মধ্যেই মস্কোতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলেন রাশিয়ার পরমাণু সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর এবং তাঁর সহকারির দেহ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইগর কিরিলোভ, রাশিয়ার পারমাণবিক, জৈবিক, রাসায়নিক সুরক্ষা সৈন্যদের প্রধান ছিলেন তিনি।পাশাপাশি একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাশিয়ার তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রতিরক্ষা বাহিনী, যা জকযইত নামে পরিচিত, যারা তেজস্ক্রিয়, রাসায়নিক এবং জৈবিক দূষণের নিয়ন্ত্রনে কাজ করে। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ার পরমাণু সুরক্ষা বাহিনীর প্রধানের মৃত্যু দেশটিকে আতঙ্কিত করেছে। জানা গিয়েছে, গতকাল সোমবার (১৬ ডিসেম্বর), ইউক্রেনের প্রসিকিউটররা কিরিলোভকে ইউক্রেনে নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু রাশিয়া এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এ ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলেন ইগর কিরিলোভ।তিনি মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রিয়াজানস্কি প্রসপেক্টর একটি আবাসনের বাইরে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। জায়গাটি ক্রেমলিনের প্রায় ৭ কিলোমিটার (৪.৩৫ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। রাশিয়ার তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) মস্কোতে একটি বৈদ্যুতিক স্কুটারে লুকোনো বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন রাশিয়ার পারমাণবিক সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান ইগর কিরিলোভ। রাশিয়ার লেফটেন্যান্ট জেনারেলের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা রাশিয়াকে। একটি বৈদ্যুতিক স্কুটারে লুকানো বোমার আঘাতে মস্কোতে পারমাণবিক সুরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বে থাকা একজন সিনিয়র জেনারেল নিহত হয়েছেন, রাশিয়ার তদন্ত কমিটি জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার তদন্ত কমিটি জানিয়েছেন, "রাশিয়ান ফেডারেশনের সশস্ত্র বাহিনীর রাসায়নিক ও জৈবিক সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান ইগর কিরিলোভ আর নেই। বোমা হামলায় তাঁর সহকারীও নিহত হয়েছেন।" রাশিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলিতে, বোমা বিস্ফোরণ হওয়া ঘটনাস্থলটির কয়েকটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে ভরা একটি ভবনের ছিন্নভিন্ন দরজার বাইরে দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। আর সেই মৃতদেহগুলি রাশিয়ার পরমাণু সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান এবং তাঁর সহকারীর দেহ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ফুটেজ অনুযায়ী, ঘটনাস্থলটি এখন ঘিরে রেখেছেন সেখানকার স্থানীয় পুলিশ।

দরিদ্র জনগণকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের সব থেকে বড় লক্ষ্য এবং সংকল্প: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ তম বর্ষে লোকসভায় বিশেষ আলোচনায় আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকদের কাছে এবং বিশ্বের সেইসমস্ত জনসাধারণ - যাঁরা গণতন্ত্রকে সম্মান করেন তাঁদের সকলের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের এক মূহূর্ত, যে আমরা গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপন করছি। আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের দূরদৃষ্টি, ভাবনা এবং উদ্যোগের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সংবিধানের ৭৫ বছরের এই যাত্রা অত্যন্ত স্মরণীয়। সংসদের সদস্যরা এই উৎসবে সামিল হওয়ায় তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে তাঁরা নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান।

৭৫ তম বর্ষপূর্তিকে এক ব্যতিক্রমী অর্জন বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরে ভারত সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যবাণী করা হয়েছিল সেগুলিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে সংবিধান। সংবিধান রচয়িতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি এই সাফল্য অর্জনের কৃতিত্ব দেশের কোটি কোটি মানুষকে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, সংবিধান রচয়িতারা যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন, সেগুলি সফলভাবে দেশের নাগরিকরা গ্রহণ করেছেন।

শ্রী মোদী বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের জন্ম হয়েছে এই ভাবনায় সংবিধান রচয়িতারা বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন ভারতের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের গণতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র সারা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। আর তাই, ভারত গণতন্ত্রের জননী হিসেবে বিবেচিত। আমরা শুধু এক মহান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকই নয়, আমরা গণতন্ত্রকে গড়ে তুলেছি। সংবিধান সম্পর্কে রাজর্ষি পুরুষত্তম দাস ট্যান্ডনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যুগ যুগ ধরে আমাদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে এই সভায় গঠনমূলক বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে।" ড. এস রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা এই মহান দেশের জন্য নতুন কোনো ধারণা নয়। আমাদের ঐতিহাসের সূচনা কাজ থেকেই এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে রয়েছে।" বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে শুধু ধারণাই ছিল না, একটা সময় ছিল যখন এদেশে একাধিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।" সংবিধান রচনার সময়ে মহিলাদের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণপরিষদে ১৫ জন সম্মানীয় সদস্য ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাবনার সাহায্যে সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল। মহিলা সদস্যরা যে পরামর্শগুলি দিয়েছেন, সংবিধানে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছে। মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে স্বাধীনতার শুরু থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা অনেক পরে শুরু হয়েছে। জি২০ গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়েও ভারত সেই একই ভাবনায় চালিত হয়েছে। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সফলভাবে কার্যকর করতে সমস্ত সাংসদ একজোট হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে, সরকার রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে মহিলাদের বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়। সংবিধানের ৭৫ তম বর্ষপূর্তিতে দেশের রাষ্ট্রপতি একজন জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মহিলা হওয়ায় তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের প্রকৃত চেতনার প্রতিফলন এর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। সংসদে এবং মন্ত্রীপরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। "সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, খেলাধুলা অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং অবদান দেশের জন্য গর্বের।" মহাকাশ ক্ষেত্র সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশের মহিলাদের অবদানের জন্য ভারত গর্বিত। এই অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস আমাদের সংবিধান। দ্রুতহারে ভারতের উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করবে। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সংকল্পের মাধ্যমে ২০৪৭ সালে দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ভারতের ঐক্য এই সংকল্প পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংবিধান ভারতের ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন ছিলেন, পাশাপাশি লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকে ভারতের ঐক্যের বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংবিধান রচয়িতারা প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্বার্থপর মানসিকতার জন্য দেশের একতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মনোভাবে আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা এই মানসিকতাকে লালন করতেন তাঁরা ভারতের ভালো দিকগুলি দেখতে পেতেন না, যাঁরা মনে করতেন ভারতের জন্ম ১৯৪৭ সালে তাঁরা এই বৈচিত্র্যের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বৈচিত্র্যের এই অমূল্য সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে তাঁরা দেশের একতাকে ক্ষতি করে, একধরণের বিষাক্ত বীজ বপন করেছেন। আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভব। শ্রী মোদী বলেন, গত ১০ বছর ধরে দেশের একতাকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা দেশের ঐক্যকে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তাই, সংবিধানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটানো হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে এক যথাযথ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে পণ্য পরিষেবা কর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজ অর্থনীতিতে সমতা আনার ক্ষেত্রে এই পণ্য পরিষেবা কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্ববর্তী সরকারের অবদানের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, বর্তমান সরকার 'এক দেশ এক কর ব্যবস্থা'র ধারণায় এই কর ব্যবস্থাকে কার্যকর করেছে। আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষের কাছে রেশন কার্ড একটি মূল্যবান নথি। দরিদ্র মানুষেরা যখন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান, তখন তাঁরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। আগে কোনো দরিদ্র মানুষ যখন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান, সেই সময়ে তিনি রেশন কার্ডের সুবিধা পেতেন না। অথচ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার পাওয়ার সংস্থান রয়েছে। আর তাই ঐক্যের ভাবনাকে শক্তিশালী করার জন্য 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র মানুষদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সাধারণ নাগরিকদের দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের নাগালের মধ্যে আসে, তখন এই কাজে আরও একধাপ এগনো যায়। দেশের ঐক্যের নীতিকে অনুসরণ করে আয়ুষ্মান কার্ডের মধ্য দিয়ে 'এক দেশ এক স্বাস্থ্য কার্ড' চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বিহারের প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা যদি পুনেতে কাজ করতে যান, তাহলে সেখানেও তিনি আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। শ্রী মোদী বলেন, অতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহে অপ্রতুলতার কারণে দেশের এক অংশে বিদ্যুৎ-এর প্রাচুর্য থাকত, তখন অন্য অংশ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো। ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন আলোচনার সময়ে বিদ্যুতের ঘাটতির মতো বিষয়ে সমালোচিত হত। আমাদের ঐক্যের মন্ত্রকে অনুসরণ করে সংবিধানের চেতনার সাহায্যে সরকার 'এক দেশ এক গ্রিড' ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছে। বর্তমানে দেশের প্রতিটি প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে 'এক দেশ এক গ্রিড' ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে, ফলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, সরকার জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য সুষম উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। উত্তরপূর্ব, জম্মু-কাশ্মীর, হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল এবং মরুভূমিতে সরকার পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের যে কোনো অংশে উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। হ্যাভ এবং হ্যাভ নট-এর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রযুক্তি এই সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে। সংবিধান রচয়িতাদের ভাবনায় ভারত বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবারকে দেশের প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের সংবিধান ঐক্যের প্রত্যাশা করে। আর তাই এই চেতনা থেকে আমাদের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর অভিযানকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাশী-তামিল সঙ্গমম এবং তেলুগু-কাশী সঙ্গমমের মতো উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে শ্রী মোদী মনে করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের মূল ভাবনা ভারতের ঐক্যকে স্বীকৃতি দেয়।

শ্রী মোদী বলেন, আজ যখন সংবিধান ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে, একই ভাবে এই সংবিধানের ২৫, ৫০ এবং ৬০ বছর পূর্তিও সময়গুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধানের ২৫ তম পূর্তির সময়কালে এর মূল ভাবনার উপর আঘাত হানা হয়েছিল। সেই সময়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। তদানিন্তন সরকার দেশকে একটি কারাগারে পরিণত করে। নাগরিকদের অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র সেই সময়ে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং সংবিধান রচয়িতাদের আত্মত্যাগের মর্যাদাহানি করা হয়। শ্রী মোদী বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দেশ ২০০০ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধানের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী বাজপেয়ী দেশের কাছে এই উপলক্ষে বিশেষ এক বার্তা পৌঁছে দেন। তিনি ঐক্য, জণগনের অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। সংবিধানের মূল ভাবনাকে উজ্জীবিত করা এবং এবিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের ৫০ তম বর্ষপূর্তির সময়কালে তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়কালেই গুজরাটে সংবিধানের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়। দেশকের ইতিহাসে সেই প্রথম হাতির পিঠে সংবিধানকে রেখে গৌরব যাত্রার আয়োজন করা হয়। অথচ আজ সংবিধান যখন ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করলো, তখন লোকসভার এক প্রবীণ নেতা প্রশ্ন করছেন ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস পালনের যৌক্তিকতা কোথায়, কারণ ২৬ জানুয়ারি তো রয়েইছে! এই বিশেষ অধিবেশনে সংবিধানের ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অনেকেই নানা টানাপোড়েনে ভুগছেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে তাঁদের কারোর কারোর ব্যর্থতা জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। নিরপেক্ষভাবে যদি জাতীয় স্বার্থে সংবিধান নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে তা নতুন প্রজন্মকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, এই সংবিধানের কারণে তাঁর মতো সাধারণ পরিবারের থেকে উঠে আসা অনেকে আজ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁর কোনো পারিবারিক ইতিহাস নেই, একমাত্র সংবিধানের ক্ষমতাবলে এবং জনগণের আশীর্বাদে তিনি আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন। তাঁর মতো আরও অনেকে এধরণের পদে আসীন হয়েছেন। দেশ তাঁর প্রতি তিনবার আস্থা রাখায় তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। এই সংবিধান না থাকলে এই সুযোগ পাওয়া যেতো না।

শ্রী মোদী বলেন, ১৯৪৭ থেকে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪০ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ বুধবার ০২ পৌষ, ১৪৩১

অনলাইন পর্নগ্রাফি বন্ধ হোক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অনলাইনে পর্ন বন্ধ নিয়ে কী জানাল সুপ্রিম কোর্ট । যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষিত করা হোক। গোটা দেশের মহিলাদের সুরক্ষিত করা হোক। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উদ্দেশে এমনই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চড়াকালীন কীভাবে মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে প্রত্যেককে অবগত করতে হবে ।প্রসঙ্গত মহালক্ষ্মী পাভানি নামে এক মহিলা ধর্ষণ এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। যেখানে তিনি ২০১২ সালে ঘটে যাওয়া এক ধর্ষণের উল্লেখ করে আক্ষেপ জানান, এত বছর পরও দেশে মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়নি। তার জেরেই ওই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মহালক্ষ্মী পাভানি আরজিকরে চিকিৎসক পড়ুয়ার উপর ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ করেন।

সেই সঙ্গে অনলাইন পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা হোক বলে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়, তার প্রেক্ষিতে এবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং রাজ্যের মতামত জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং উজ্জল ভুঁইয়ার বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়ে কোনও বর্বরতা সহ্য করা হবে না বলে জানানো হয় সুপ্রিম কোর্টের তরফে। ২০২৫ সালে ফের এই মামলার শুনানি হবে বলে সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়। প্রসঙ্গত আরজিকর-কাণ্ড থেকে শুরু করে দেশে একের পর এক মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া অপরাধের ঘটনা নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। দেশ জুড়ে ধর্ষণ এবং মহিলাদের উপর নির্যাতন, অপরাধ বন্ধ করতে অনলাইন পর্নোগ্রাফি বন্ধ করা হোক বলে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।

সম্পাদকীয়

ভূরি ভূরি অভিযোগ!
রাজ্যে কেন আটকে CBI-এর দুর্নীতি-তদন্ত?'

সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের বহু 'হাইপ্রোফাইল' মামলার তদন্ত করছে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তবে এবার সামনে আসছে সিবিআইয়ের দুর্নীতি-তদন্ত সংক্রান্ত একটি খবর! জানা যাচ্ছে, রাজ্যের তরফ থেকে সম্মতি না মেলার কারণে থমকে রয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দুর্নীতি-তদন্ত ।সিবিআইয়ের অভিযোগ, জেল হেফাজতে থাকা বহু রাজ্য সরকারি কর্মী, আধিকারিকদের বিষয়েও রাজ্যের কাছে আবেদন জানিয়ে সম্মতি মিলছে না। যে কারণে আইন অনুযায়ী আদালত চার্জশিট নিচ্ছে না, শুধু হচ্ছে না বিচারপ্রক্রিয়া। এই বিষয়ে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন কর্তা বলেন, 'বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সিবিআইও এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তাই মন্তব্য করা যাবে না' ।বিগত ৬ বছরে ২০০-রও বেশি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে সিবিআই দফতরে। তবে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ওই সকল অভিযোগের নথি ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে, এগোয়নি তদন্ত! ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার সিবিআইয়ের মামলায় সম্মতি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সিবিআই সূত্র উদ্ধৃত করে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্টের (১৯৪৬) ছয় নং ধারা বলছে, আর্থিক দুর্নীতি সহ অন্য কোনও মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ছাড়া এফআইআর দায়ের করা যাবে না। এদিকে ১৯৮৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যের তরফ থেকে সম্মতি পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর।

এদিকে রাজ্যে সিবিআইয়ের যে ৪টি দফতর রয়েছে, তার মধ্যে ৩টিই আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করে। তবে রাজ্যের তরফ থেকে সম্মতি না পাওয়ার কারণে অভিযোগ আসলেও পদক্ষেপ নিতে পারছে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এই বিষয়ে সিবিআইয়ের একজন কর্তা বলেন, 'বহু কীর্তিমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিসার আমাদের তদন্তকারীদের ফাঁদে পা দিয়ে ধরা পড়েছে। আদালতে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হতো। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে। তবে রাজ্যের তরফ থেকে সম্মতি না মেলায় ওই সব দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিক, কর্মী, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের আধিকারিক, কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না' ।কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওই কর্তা জানান, এখন কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে পারে সিবিআই। এছাড়া বাকি কোনও তদন্তের কাজ এগোচ্ছে না। সব কার্যত থমকে রয়েছে। সিবিআই কর্তাদের দাবি, বিগত কয়েক বছরে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক অনুসন্ধান করার পর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরে প্রত্যেক মামলার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। চিঠি দেওয়া হলেও জবাব আসেনি বলে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির। রাজ্য সম্মতি তুলে নেওয়ার পর বর্তমানে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

লক্ষীদেবীর প্রনাম মন্ত্র -- ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষী নমোহস্তুতে।। সরলার্থ--- হে দেবী কল্যাণী বিশ্বরূপ শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী তুমি পদ্মা ও পদ্মার আলোয় সকলকে শুভ ফল দাও তুমি আমাকে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করো আমি তোমাকে প্রণাম করি ।আজ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক লক্ষ্মী আরাধনার দিন। পাঠ করুন মা লক্ষ্মীর ১০৮ নাম। এই নাম উচ্চারনে দারিদ্রতা নিবারণ হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঁচিশতম পর্ব)

তর্জনী প্রদর্শন করেন। ইঁহার মুখ অতি ভয়ঙ্কর, করাল ও রৌদ্র। ব্রহ্মাদি দুষ্ট দেবতারা দেবীর মাথায় ছত্র ধরিয়া থাকেন।

বজ্র যোগিনী।। রত্নসম্ভব-কুলের এই দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। এক লক্ষ জপ করিলে দেবী সিদ্ধ হন এবং সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইঁহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দু দেবী ছিন্নমস্তার মত। বোধ হয় বৌদ্ধ বজ্রযোগিনী হিন্দু ছিন্ন মস্তাতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে। ধ্যান হইতে দেখা যায়, বজ্রযোগিনী পীতবর্ণা ও নগ্না। তিনি স্বয়ং নিজ মস্তক দক্ষিণ হস্তধৃত কর্ত্রি দ্বারা কর্তিত করিয়া, বাম হস্তে বক্ষের নিকট নিকট ধারণ করেন। তাঁহার দক্ষিণ পদ প্রসারিত এবং বাম পদ সঙ্কুচিত, কবন্ধ হইতে নিঃসৃত একটি অসৃক্ ধারা তাঁহার কর্তিত মুখে প্রবেশ করে ।অপর দুইটি রক্তধারা দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি যোগিনীর মুখে প্রবেশ করে। এই দুইটি যোগিনীর নাম বজ্রবর্ণনী শ্যামবর্ণা ও বজ্রবৈরোচনী পীতবর্ণা। তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কর্ত্রি থাকে এবং বামে কপাল হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত থাকে।

বজ্রযোগিনীর নামে পৃথক্ তন্ত্র লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নানারূপ মূর্তিও কল্পিত হইয়াছিল। সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থ ভারী হইয়া যাইবার ভয়ে বিরত হইতে হইল। বজ্রযোগিনীর মন্ত্র এইপ্রকার- 'ওঁ সর্ববুদ্ধডাকিনীয়ে ওঁ বজ্রবর্ণনীয়ে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ ফট্ ফট্ স্বাহা'। এটি সিদ্ধমন্ত্র।

বজ্রযোগিনী মণ্ডল। তিব্বতী চিত্র। বজ্রযোগিনী মণ্ডলের শ্যামবর্ণা ও পীতবর্ণা ডাকিনীকে ছবির বাঁদিকে ও ডানদিকে দেখা যাচ্ছে, বজ্রযোগিনীর রক্তপানরত।

প্রসন্ন তারা।। পীতবর্ণের প্রসন্নতারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

দরিদ্র জনগণকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের সব থেকে বড় লক্ষ্য এবং সংকল্প: প্রধানমন্ত্রী

১৯৫২ এই সময়কালে ভারতবর্ষ কোনো নির্বাচিত সরকার পায়নি। সেই সময়ে অস্থায়ীভাবে জনাকয়েক বাছাই করা মানুষের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত রাজ্যসভা গঠিত হয়নি। এর আগে কোনো বিধানসভা নির্বাচন না হওয়ায় জনাদেশ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ১৯৫১ সালে, যখন কোনো নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় ছিল না সেই সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানার জন্য সংবিধানকে সংশোধন করতে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। সংবিধান রচয়িতাদের এর মধ্য দিয়ে অপমান করা হয়েছে। গণপরিষদ জনগণকে যে অধিকার দিয়েছিল, সংসদের পেছনের দরজা দিয়ে একটি নির্বাচিত নয় এধরণের সরকারের প্রধানমন্ত্রী সেই অধিকারকে হরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তকে অকার্যকর করতে সংবিধান সংশোধন করা হয়, গণতন্ত্রের ডানাকে সঙ্কুচিত করা হয়। বিচার ব্যবস্থার পর্যালোচনা ছাড়াই সংসদ সংবিধানের যে কোনো অনুচ্ছেদকে পরিবর্তন করতে পারতো, আদালতের ক্ষমতাও হ্রাস করা হয়েছে, এইভাবে তদানিন্তন সরকার গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে এবং বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জরুরি অবস্থার সময়ে দেশের সংবিধানের অপব্যবহার হয়েছে। ১৯৭৫ সালে ৩৯ তম সংশোধনী পাশ করা হয়। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অধ্যক্ষের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন না।

এছাড়াও জরুরি অবস্থার সময়ে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। হাজার হাজার মানুষকে কারাবন্দী করা হয়। বিচারপতি এইচ আর খান্না তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি রায়দান করায় তাঁকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, যদিও অভিজ্ঞতার বিচারে তাঁরই সেই দায়িত্ব পাওয়ার কথা ছিল। এটি সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মর্যাদাহানি করে। সুপ্রিম কোর্টের শাহ বানু-র মামলার রায়দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের মর্যাদা অনুসারে একজন ভারতীয় মহিলাকে যখন ন্যায় বিচার দেওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের সেই চেতনাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। একজন প্রবীণ মহিলাকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সংসদ এমন এক আইন প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশ অকার্যকর হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও শক্তিশালী করা হয় সেই সময় প্রথমবার সংবিধান সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিষদের কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না। ভারতীয় সংবিধানে জনগণ সরকারকে নির্বাচিত করে, সেই সরকার প্রধান মন্ত্রিসভা গঠন করে। অথচ মন্ত্রিসভার কোনো সিদ্ধান্তকে বলদর্পি ব্যক্তিবিশেষ সাংবাদিকদের সামনে অকার্যকর করেছে এই নজিরও রয়েছে। এধরণের ব্যক্তিরা সংবিধানকে কোনো শ্রদ্ধা দেখাননি এবং সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক হলো তদানিন্তন মন্ত্রিসভাও গৃহীত সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। শ্রী মোদী বলেন, ৩৭০ ধারার বিষয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল। অথচ ৩৫এ সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন। এই ৩৫এ অনুচ্ছেদটি সংসদের অনুমোদন ছাড়াই কার্যকর হয়েছিল। সংসদ, যা সংবিধানের মূল অভিভাবক- তাকে অগ্রাহ্য করে ৩৫এ চাপিয়ে দেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য এই অনুচ্ছেদটি সংসদকে অন্ধকারে রেখে রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামায় গৃহীত হয়। শ্রী মোদী বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ড. আম্বেদকরের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ পরবর্তী ১০ বছরে সেই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যখন তাঁর সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন ড. আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নির্বেদনের মাধ্যমে তারা আলিপুর রোডে ড. আলিপুর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ১৯৯২ সালে শ্রী চন্দ্র শেখরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে দিল্লির জনপথে আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ পরবর্তী ৪০ বছরে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ২০১৫ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ড. আম্বেদককে স্বাধীনতার বহু পরে ভারত রত্ন দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী আন্তর্জাতিক স্তরে উদযাপিত হয়েছে। ১২০টি দেশে এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. আম্বেদকরের জন্ম শতবার্ষিকীর সময়ে তাঁর জন্মস্থান মৌ-এ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।

দূরদর্শী ড. বি আর আম্বেদকরের সমাজের প্রান্তিক মানুষদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকারের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান এই নেতা মনে করতেন ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে দেশের কোনো অংশকে দুর্বল রাখলে চলবে না। তাঁর সেই ভাবনা থেকেই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ আজ ভোট রাজনীতির জন্য অনেকেই ধর্মীয় তোষণকে উৎসাহিত করতে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়েছে। যার ফলে, তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। শ্রী মোদী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছে। ড. আম্বেদকর সাম্যের জন্য এবং সুষম উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদন দীর্ঘদিন কার্যকর না করায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। যদি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আগেই কার্যকর করা হতো তাহলে অনেকেই আজ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। সংবিধানের খসড়া তৈরির সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেই সময়ে সংবিধান রচয়িতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করলে তা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষের ক্ষতিকর হবে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছিল, যা সংবিধানের মূল ভাবনার পরিপন্থী। এধরণের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও সুপ্রিম কোর্টে সেগুলিকে কার্যকর করতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা আসলে সংবিধান রচয়িতাদের ভাবনাকে অপমান করার সামিল। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান রচয়িতারা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, নির্বাচিত সরকারই এবিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ড. আম্বেদকর অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ড. আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ছিলেন। গণপরিষদের এক সদস্য কে এম মুন্সী অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মত দেন। সুপ্রিম কোর্টও এর পক্ষে বার বার মত প্রকাশ করেছে। সংবিধানের ভাবনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সরকার একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে দল দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেনি তার সদস্যরা কিভাবে এই সংবিধানকে সম্মান দেখাবেন। ১৯৯৬ সালে বিজেপি যখন একক বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানায়, তখন সেই সরকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ১৩ দিন। ১৯৯৮ সালে মাত্র ১ ভোটে হেরে গিয়ে এনডিএ সরকারের পতন হয়েছিল। তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পদত্যাগ করেছিলেন। অন্যদিকে, অর্থের বিনিময়ে ভোট কিনে সংখ্যালঘু এক সরকারকে টিকিয়ে রাখার নজির-ও দেশে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে এনডিএ যখন সরকার গঠনে সুযোগ পেয়েছে তখনই গণতন্ত্র এবং সংবিধান শক্তিশালী হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার অকার্যকর বেশ কিছু বিধি নিয়মকে বাতিল করেছে। গত ১০ বছরে দেশের ঐক্য এবং সংহতির স্বার্থে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে, সংবিধানের মূল ভাবনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। তিন দশক ধরে ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য গঠিত কমিশনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি অগ্রাহ্য করার পর তার সরকার সেই কমিশনকে স্বীকৃতি দেয়। শ্রী মোদী বলেন, ড. বি আর আম্বেদকরের রচিত সংবিধান জম্মু-কাশ্মীরে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি, এর মূল কারণ ছিল ৩৭০ অনুচ্ছেদ। সরকার দেশের প্রতিটি প্রান্তে ড. আম্বেদকরের সংবিধানকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়, তাই তারা ৩৭০ ধারাকে বাতিল করেন। সুপ্রিম কোর্ট তাদের সেই সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়েছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধীর একটি অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সহ অন্যান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দ দেশ ভাগের সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। আর তাই তাঁদের সেই অঙ্গীকারকে সম্মান জানাতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করা হয়েছে। তাঁর সরকার অতীতের বিভিন্ন ভুলকে সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংশোধনগুলি ক্ষমতালোভীরা নানা উদ্দেশ্য চরিতার্থ

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

cinema TV

অসুস্থতার সময় সালমান আমার যত্ন নিয়েছেন : রাশমিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড ভাইজান সালমান খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'সিকান্দার' সিনেমার শুটিং করছেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। দু'জনের বয়সের পার্থক্য ৩১ বছর। যে কারণে তাদের জুটি নিয়ে ভক্তদের মাঝেও কম আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়নি। তবে সেসব আলোচনার তোয়াক্কা করেননি সালমান বা রাশমিকা দু'জনের কেউই। জোরকদমেই চলছে 'সিকান্দার' সিনেমার শুটিং। আর শুটিংয়ের মাঝেই এবার সালমানকে নিয়ে মুখ খুললেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় এই নায়িকা। এই সিনেমায় নিজের চরিত্রের বিষয়ে এখনই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান না রাশমিকা। তবে সালমানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো কাজ করে মুগ্ধ তিনি। ভাইজানের প্রশংসায় তাই পঞ্চমুখ রাশমিকা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছেন, 'তার (সালমান) সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। অসাধারণ মানুষ। বলে রাখা ভালো, একেবারে মাটির মানুষ।' একটি ঘটনার উদাহরণ টেনে রাশমিকা বলেন, 'শুটিংয়ের সময়ে আমার শরীর ভালো ছিল না। যে মুহূর্তে তিনি এটা জানতে পারলেন, নিয়মিত আমার খোঁজ করতেন এসে। কলাকুশলীদের বলতেন, আমাকে যেন পুষ্টিকর খাবার, গরম জল সব দেওয়া হয়।'

সালমানের ভূয়সী প্রসংশা করতে গিয়ে রাশমিকার মন্তব্য, 'তিনি সত্যিই খেয়াল রাখতে জানেন। তার ব্যবহারেই নিজেকে বিশেষ মনে হবে। দেশের সবচেয়ে বড় তারকাদের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন। তবুও কত বিনয়ী ও মাটির মানুষ সালমান!'

সব মিলিয়ে 'সিকান্দার' সিনেমায় কাজ করার অভিজ্ঞতা ভালো অভিনেত্রীর। রাশমিকার কথায়, সিকান্দার নিয়ে আমি সত্যিই উত্তেজিত। এ ছবি আমার কাছে খুবই বিশেষ। কবে আমার অনুরাগীরা এই ছবি দেখবেন, সেই অপেক্ষায় রয়েছি।

মুম্বাই ও হায়দরাবাদের বিভিন্ন জায়গায় সিকান্দার সিনেমার শুটিং হয়েছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে রাশমিকার বহু প্রতীক্ষীত ছবি 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'। এছাড়াও আয়ুষ্মান খুরানার বিপরীতে 'থামা' ছবির কাজও শুরু করেছেন তিনি।

১৫ বছরের প্রেম, বয়ফ্রেন্ডকেই বিয়ে করলেন অভিনেত্রী কীর্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় মুখ কীর্তি সুরেশ। পাত্র ১৫ বছরের বয়ফ্রেন্ড অ্যান্টনি থাটিল। স্কুলজীবন থেকে শুরু হওয়া এই বন্ধুত্ব পরবর্তীতে প্রেমে রূপান্তরিত হয়, যা এখন বিয়েতে পরিণত হলো। গোয়ায় বিয়ের উৎসব ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে তিন দিনব্যাপী চলছিল।

এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণী ও বলিউডের অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন, যেমন থালাপতি বিজয়, অ্যাটলি কুমার, নায়নী, বরুণ ধাওয়ান প্রমুখ। বিয়ের কয়েকটি ছবি নিজের সোশাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ। এরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বিয়ের খবর। বিয়ের এই ছবি প্রকাশের পরই হংসিকা মোতওয়ানি, রাশি খান্নাসহ অনেক তারকা শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, কীর্তি সুরেশ ২০০০ সালে শিশুশিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ২০১৩ সালে নায়িকা হিসেবে অভিষেক হয়। ২০১৮ সালে 'মহানতি' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সম্প্রতি 'বেবি জন' সিনেমার 'নাইন মাটাজা' গানে আবেদনময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় চোখে আঘাত পেলেন অক্ষয়

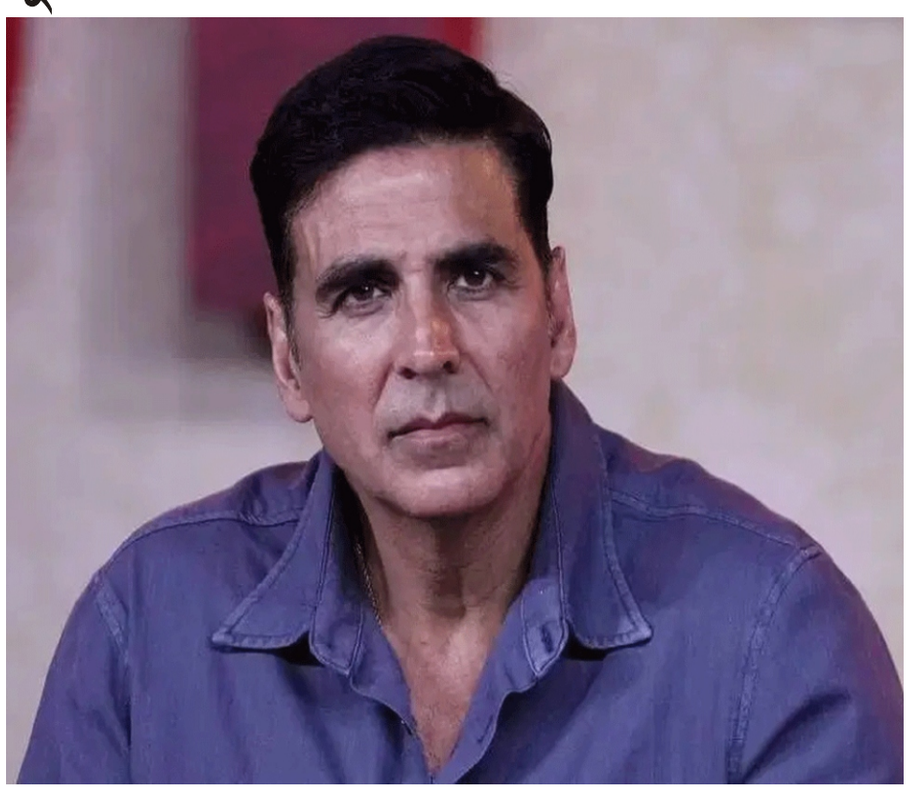

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। মুম্বাইয়ে 'হাউসফুল ৫'-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন খিলাড়ি। সেই ছবিরই একটি দৃশ্যের শুটিং-এর সময় চোট পেয়েছেন তিনি। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় অক্ষয়ের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে অভিনেতা আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন। ছবির সেটে থাকা এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের কথায়, অক্ষয় একটি কঠিন দৃশ্যের শুট করছিলেন, এমন সময় কিছু উড়ে এসে তার চোখে ঢুকে যায়। ব্যথায় কাতড়াতে থাকেন অভিনেতা। সঙ্গে সঙ্গে শুটিংসেটে চোখের চিকিৎসককে ডেকে আনা হয়। তিনি অক্ষয়ের চোখে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। এরপর অভিনেতাকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। অক্ষয় দ্রুত শুটিংয়ে ফিরতে চাইছেন। কারণ ছবির শেষ পর্যায়ের শুটিংয়ের কিছু কাজ বাকি আছে। তাই অক্ষয় ছবিটি ফেলে রাখতে চাইছেন না। 'হাউসফুল ৫' সিনেমায় অক্ষয় ছাড়াও অভিনয় করছেন রিতেশ দেশমুখ, অভিষেক বচ্চন, শ্রেয়শ তালপড়ে, চাঙ্কি পাণ্ডে, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, নার্গিস ফাকরি। এছাড়াও দেখা যাবে ফরদিন খান, দিনো মোরিয়া, জনি লিভার, জ্যাকি শ্রফ, সঞ্জয় দত্ত, নানা পটেকর, সোনম বাজওয়া, চিত্রাঙ্গদা সিংহ ও সৌন্দর্যা শর্মাকে।

ইউরোপের বেশ কিছু জায়গায় এই ছবির শুটিং হয়েছে। টানা ৪০ দিন ধরে একটি ক্রুজে ছিলেন অভিনয়শিল্পীরা। এর মধ্যে নিউক্যাসল, স্পেন, নরম্যান্ডি, প্লাইমাউথ-সহ বিভিন্ন জায়গায় শুট হয়েছে। ছবির পরিচালক তরুণ মনসুখানি। ২০২৫-এর ৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে বিগ বাজেটের এই ছবি।

অন্তঃসত্ত্বার গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন সোনাক্ষী

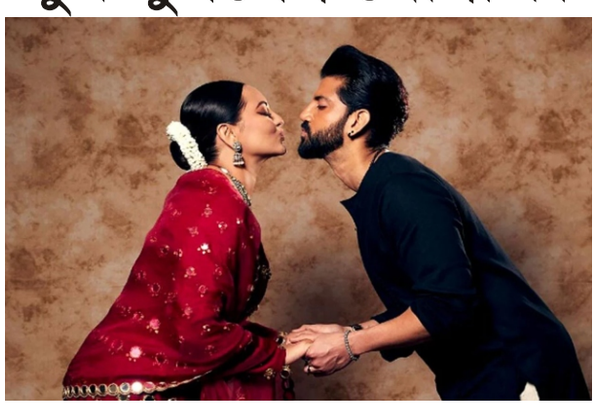

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চলতি বছর জুন মাসে বিয়ে করেছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা ও অভিনেতা জাহির ইকবাল। বিয়ের পরেই ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় ধরা পড়েছিলেন ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায়। তখনই গুঞ্জন ছড়ায় সোনাক্ষী নাকি অন্তঃসত্ত্বা! সেই নিয়ে চর্চাও হয় বিস্তর। তারপর ফের এক অনুষ্ঠানে দম্পতিকে দেখা যায় অদিতি রাও হায়দারি ও তার স্বামী সিদ্ধার্থর সঙ্গে। সেখানেও সোনাক্ষীকে দেখা যায় ঈষৎ পৃথুল চেহারায়। ফলে আরও একপ্রস্ত আলোচনা শুরু হয় তার আসন্ন মাতৃত্ব নিয়ে। এবার সেই গুঞ্জন নিয়ে নিজেই মুখ খুললেন অভিনেত্রী। বললেন, "আমি কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নই। আমি আসলে মোটা হয়ে গিয়েছি।"

বিয়ের পরে নবদম্পতির কাছে আসতেই থাকে একের পর এক নিমন্ত্রণ। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব লেগেই থাকে। সোনাক্ষী-জাহিরও কি বিয়ের পর এমন আমান্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন? প্রশ্নের উত্তরে সোনাক্ষী বলেন, "হ্যাঁ এমন বহু আমন্ত্রণ এসেছে। আর এখানেই আমি বলতে চাই, আমি কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নই। আমি আসলে মোটা হয়ে গিয়েছি। এই তো কিছু দিন আগে আমাদের হঠাৎ একজন শুভেচ্ছা জানালেন। আরে! আমরা কি নিজেদের বিয়ের এই সফরটা একটু উপভোগও করতে পারব না?"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহির মজা করে বলেন, "শুভেচ্ছা জানানোর পরের দিনই সোনাক্ষী ডায়েট মেনে চলতে শুরু করেছে।"

সোনাক্ষী আরও বলেন, "বিয়ের পরে কয়েকটা মাস হয়েছে। আমরা সত্যিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই নিয়েই ব্যস্ততা চলছে। আমরা উপভোগ করছি। লোকজনও আমাদের মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছেন।"

ফের জাহির মজা করে বলেন, "আমরা আমাদের পোষ্য সারমেয়র সঙ্গে একটা ছবি দিয়েছিলাম। সেটা দেখেও কয়েকজন বলতে লাগলেন, সোনাক্ষী অন্তঃসত্ত্বা।" অভিনেত্রীর কথায়, "লোকজন পাগল হয়ে গেছে।"

বিয়ের আগে টানা সাত বছর সম্পর্কে ছিলেন সোনাক্ষী ও জাহির। ২৩ জুন বসেছিল তাদের বিয়ের আসর। তবে বিয়েতে ছিল না কোনও ধর্মীয় আচার। ঘরোয়াভাবেই বিয়ে সেরেছিলেন দু'জন। পরে বিলাসবহুল রেস্তঁরায় আয়োজন করা হয় প্রীতিভোজের।

অর্জুনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরই মালাইকার জীবনে রহস্যময় 'প্রেমিক'!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

গত শনিবার মুম্বাইয়ে কনসার্ট ছিল সঙ্গীতশিল্পী এপি ঢিলোঁর। অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা। মঞ্চে সকলের সামনে তাকে ডেকে নিয়েছিলেন গায়ক। সেই সময় মালাইকার সঙ্গে দেখা যায় এক পুরুষকে। তারপর থেকেই বলিপাড়ায় শুরু হয়েছে চর্চা। অর্জুন কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের কয়েক মাসের মধ্যেই নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী। কে সেই রহস্যময় 'প্রেমিক'?

সেদিন যখন মালাইকার হাত ধরে এপি ঢিলোঁ মঞ্চে উঠছেন, তখনই অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা গেল তার সঙ্গীকে। মঞ্চে ওঠানোর সময় হাত বাড়িয়ে নায়িকাকে গার্ডরেল পার হতে সাহায্য করছিলেন তিনি। অন্যদিকে মালাইকা যখন মঞ্চে, তখন নীচে দাঁড়িয়ে নায়িকার ব্যাগ সামলাচ্ছিলেন তিনি।

শনিবারের কনসার্টেই শুধু নয়, সম্প্রতি যেন মালাইকার ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠেছেন সেই অচেনা মুখ। এমনকি, কয়েক সপ্তাহ আগে মালাইকার সঙ্গে ডিনার ডেটেও গিয়েছিলেন তিনি। সেই তরুণের নাম রাহুল বিজয়।

বলিউডের কোনও অভিনেতা নন রাহুল। তবে অভিনয়জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তার। পেশায় ফ্যাশন স্টাইলিস্ট তিনি।

ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর ২০১১ সালে ইন্টার্ন হিসেবে ফ্যাশনের দুনিয়ায় কাজ করতে শুরু করেন রাহুল। কয়েক বছরের মধ্যে পদোন্নতির ফলে ফ্যাশন এডিটর হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি।

২০১৭ সালে পদের আরও উন্নতি হয় রাহুলের। এক নামী বেসরকারি সংস্থায় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করলেও পরে সেই চাকরি ছেড়ে দেন তিনি।

২০২১ সাল থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন রাহুল। দেশের জনপ্রিয় পোশাক পরিকল্পকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। বরুণ ধাওয়ন, বেদাঙ্গ রায়না, অহান শেট্টির মতো বলি তারকাদের পোশাক নকশার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মালাইকার পাশাপাশি তার প্রাক্তন প্রেমিক এবং বলি অভিনেতা অর্জুন কাপুরের স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন রাহুল।

মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মালাইকাও। তার যখন ১৮ বছর বয়স, তখন কফির বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞাপনের সূত্রেই তার আলাপ হয় আরবাজ খানের সঙ্গে।

প্রথম দেখাতেই আরবাজের প্রেমে পড়ে যান মালাইকা। দীর্ঘ দিন সম্পর্কে থাকার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গাঁটছড়া বাঁধেন দুই তারকা। ২০০২ সালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন মালাইকা।

১৯ বছরের দাম্পত্যের পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন মালাইকা এবং আরবাজ। ২০১৭ সালে আরবাজের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় নায়িকার। তারপর বলি অভিনেতা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন মালাইকা।

বলিপাড়ার অধিকাংশের দাবি, ২০১৮ সাল থেকে অর্জুন এবং মালাইকার প্রেম শুরু হয়। সম্পর্কের বিষয়ে মুখ না খুললেও তা গোপন রাখার চেষ্টাও করতেন না কেউ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একসঙ্গে ছবিও পোস্ট করতেন তারা।

অর্জুনের চেয়ে ১২ বছরের বড় মালাইকা। দুই তারকা সম্পর্কে থাকাকালীন তাদের বয়সের পার্থক্য নিয়ে তুমুল সমালোচনা চলে বলিপাড়ায়। তবে তাতে কান না দিয়ে নিজেদের সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মালাইকা এবং অর্জুন।

বলিপাড়া সূত্রে খবর, ছ'বছর সম্পর্কে থাকার পর কয়েক মাস আগেই সম্পর্কে ইতি টেনেছেন মালাইকা এবং অর্জুন। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে অর্জুন নিজেই জানান, তিনি 'সিঙ্গল' রয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত নানা ধরনের পোস্ট হেঁয়ালি করে পোস্ট করে থাকেন মালাইকা।

মালাইকা এবং অর্জুনের বিচ্ছেদ নিয়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে তখনই রহস্য তৈরি হল রাহুলকে ঘিরে। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর একাধিকবার রাহুলের সঙ্গে দেখা গেছে মালাইকাকে। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে তাদের ছবি।

চর্চায় আসার পর রাহুলকে নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে অনেকের। ইতোমধ্যেই ইনস্টাগ্রামের পাতায় রাহুলের অনুগামীর সংখ্যা ২৭ হাজারের গণ্ডি পার করে ফেলেছে। তবে সম্পর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি মালাইকা এবং রাহুল।

আইসিসির নভেম্বরের সেরা রউফ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর সিরিজে বল হাতে বড় অবদান রেখেছিলেন হারিস রউফ। এজন্য আরেকটি দারুণ স্বীকৃতি পেলেন এই ডানহাতি পেসার। 'আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থ' পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

নভেম্বর গত মাসের সেরা পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারের নাম বুধবার প্রকাশ করে আইসিসি। গত মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের ড্যানি ওয়াট-হজ। রউফ ও ওয়াট-হজ দুজনই প্রথমবার পেলেন এই স্বীকৃতি।

ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার মার্কো ইয়ানসেনকে পেছনে ফেলে এই পুরস্কার জিতে নিলেন রউফ। আগের মাসে তার স্বদেশি স্পিনার নোমান আলি পেয়েছিলেন সেরা ক্রিকেটারের স্বীকৃতি। বিচেচিত সময়ে ৬ ওয়ানডেতে ১৩ উইকেট ও ৩ টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট নেন রউফ। ২০০২ সালের পর প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের ওয়ানডে সিরিজ জয়ে তিন ম্যাচে নেন ১০ উইকেট। জেতেন সিরিজ-সেরার পুরস্কারও। অ্যাডিলেইডে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং গুঁড়িয়ে তিনি ৫ উইকেট নেন স্রেফ ২৯ রান দিয়ে।

সেরা হওয়ার পথে বাংলাদেশের শারমিন আক্তার ও দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাডাইন ডি ক্লার্ককে নিয়ে পেছনে ফেলেছেন ওয়াট-হজ। মেয়েদের ক্রিকেটে এই স্বীকৃতি পাওয়া ইংল্যান্ডের তৃতীয় ক্রিকেটার তিনি।

নাটকীয় কিছু না ঘটলে ড্রয়ের পথে ব্রিসবেন টেস্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফলোঅনের শঙ্কায় পড়েছিল ভারত। মঙ্গলবার (২৭ ডিসেম্বর) চতুর্থ দিনে জসপ্রীত বুমরাহ ও আকাশ দীপের শেষ উইকেটের জুটিতে ভর করে ফলোঅন এড়িয়ে যায় রোহিত শর্মার দল। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫ রানের জবাবে ৯ উইকেটে ২৫২ রান তুলে দিন শেষ করেছে ভারত। এখনও ১৯৩ রানে পিছিয়ে আছে সফরকারীরা। চরম নাটকীয় কোনো পালাবদল না হলে ব্রিজবেন টেস্টের ভাগ্যে ড্র ছাড়া আর কিছু নেই।

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির তৃতীয় টেস্টে মঙ্গলবার দিনও কয়েক দফায় হানা দিয়েছে বৃষ্টি। প্রকৃতির বাগড়ায় এদিন খেলা হয়েছে ৫৮ ওভারের মতো। ৪ উইকেটে ৫১ রান নিয়ে খেলতে নেমে ৯ উইকেটে ২৫২ রানে চতুর্থ দিন শেষ করেছে ভারত। এখনও তারা পিছিয়ে ১৯৩ রানে, তবে ম্যাচে নিজেদের নিরাপদ ধরে নিতেই পারে তারা। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে ৮ চারে ৮৪ রান করে ফেরেন রাহুল। প্রথম দুই টেস্টে না খেলা জাদেজা ফিরেই ১ ছক্কা ও ৭ চারে খেলেন ৭৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। শেষ উইকেটে ৩৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দিন শেষ করেন বুমরাহ ও আকাশ।

অস্ট্রেলিয়া ভুগেছে চোটের কারণে জশ হেইজেলউড মাঠে না থাকায়। দিনের শুরুতে গা গরমের সময় পায়ের পেশিতে টান লাগায় এক ওভারের বেশি বোলিং করতে পারেননি অভিজ্ঞ পেসার। স্রেফ তিন বিশেষজ্ঞ বোলারের বোলিং আক্রমণ নিয়েও অস্ট্রেলিয়ানরা চেপে ধরে ভারতকে। প্রথম বলে উইকেট নিয়ে দিনটি শুরু করতে পারত অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু প্যাট কামিন্সের বলে ৩৪ রানে থাকা রাহুলের সহজ ক্যাচ স্লিপে মুঠোয় জমাতে পারেননি স্টিভেন স্মিথ। কয়েক ওভার পর কামিন্সই রোহিত শার্মাকে কট বিহাইন্ড করে স্বাগতিকদের এনে দেন দিনের প্রথম সাফল্য। অ্যাডিলেইড টেস্টে দুই ইনিংসে ৩ ও ৬ রান করা ভারত অধিনায়ক এবার করেন ১০ রান।

পরের ওভারে পঞ্চাশ স্পর্শ করেন রাহুল, ৮৫ বলে। টেস্টে এটি তার সপ্তদশ ফিফটি। ৭৪ রানে ৫ উইকেট হারানো দলের হাল ধরেন রাহুল ও জাদেজা। তাদের ব্যাটে বাড়াতে থাকে রান। জমে ওঠে দুইজনের জুটি। ৬৭ রানের যুগলবন্দি ভাঙে রাহুলের বিদায়ে। ন্যাথান লায়নের বলে জায়গা বানিয়ে কাট শট খেলেন ভারত ওপেনার। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে চোখধাঁধানো ক্যাচ নেন স্লিপে থাকা স্মিথ। ক্যারিয়ারের ২২তম টেস্ট ফিফটিতে জাদেজা পা রাখেন ৮২ বলে। নিতিশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে আরেকটি পঞ্চাশ ছোঁয়া জুটি গড়েন তিনি। ১৬ রান করতে ৬১ বল খেলা নিতিশকে বোল্ড করে এই দুইজনের ৫৩ রানে জুটি ভাঙেন কামিন্স।

এরপর মোহাম্মদ সিরাজ ও জাদেজাও দ্রুত ফিরে যান। এক রান করা সিরাজকে বিদায় করেন মিচেল স্টার্ক। জাদেজার উইকেটটি নেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের হাই বাউন্স পুল করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান জাদেজা, ডিপ স্কয়ারে ক্যাচ উঠলে তা লুফে নেন মিচেল মার্শ। ২১৩ রানে ভারতের নবম উইকেট তুলে নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল ফলো অনে পড়তে যাচ্ছে ভারত। কিন্তু নবম উইকেটে ৩৯ রান যোগ করে ফলো অন এড়ানোর কাজটা করে ফেলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও আকাশ দীপ। আলোকস্বল্পতায় দিনের খেলা শেষ হয় আগেই। ২৭ বলে তখন ১০ রানে অপরাজিত বুমরাহ, ৩১ বলে ২৭ রানে আকাশ। তবে ভারতীয় দল জানে, সংখ্যাগুলির ওজন আসলে আরও অনেক বেশি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৪৫৫

ভারত ১ম ইনিংস: ৭৪.৫ ওভারে ২৫২/৯ (আগের দিন ৫১/৪) (রাহুল ৮৪, রোহিত ১০, জাদেজা ৭৭, নিতিশ ১৬, সিরাজ ১, বুমরাহ ১০*, আকাশ ২৭*; স্টার্ক ২৪-৩-৮৩-৩, হেইজেলউড ৬-২-২২-১, কামিন্স ২০.৫-২-৮০-৪, লায়ন ২১-০-৫৪-১, হেড ১-০-১-০, মার্শ ২-০-৬-০)

সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়ে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতের ডি গুকেশ। প্রথম ভারতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড গড়লেন তিনি। ১৮ বছর বয়সী গুকেশ ৭.৫-৬.৫ স্কোরে জিতেছেন। ১২ ডিসেম্বর আসরের ১৪তম ম্যাচ ছিল। ১৩ ম্যাচ শেষে সমান পয়েন্ট ছিল গুকেশ ও লিরেন দুই জনেরই। নিয়ম অনুযায়ী, যে আগে ৭.৫ পয়েন্টে পৌঁছাবে সে জিতবে। আজ গুকেশ জিতে এক পয়েন্ট পেতেই পৌঁছে যান ৭.৫ পয়েন্টে। ফলে আর টাইব্রেকার খেলার প্রয়োজন হয়নি।

৭ বছর বয়সে দাবায় হাতেখড়ি গুকেশের। এক বছর পরই অনূর্ধ্ব-৯ এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা জেতেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১২ স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পাঁচটি সোনা জেতেন গুকেশ। ভারতের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে মাত্র ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে গ্র্যান্ড মাস্টারের যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এই দাবাড়ু বাংলাদেশে প্রিমিয়ার বিভাগ দাবা খেলেছেন টানা দুই বছর। ২০২১ সালে বাংলাদেশ বিমান এবং ২০২২ সালে বাংলাদেশ পুলিশের হয়ে খেলেছেন।

টানা দুইবার বাংলাদেশে খেলে যাওয়ায় বাংলাদেশি দাবাড়ুদের সঙ্গে ভালো সখ্যতা আছে গুকেশের। ২০২৩ সালে চীনের হাংজু এশিয়ান গেমসেও বাংলাদেশি দাবাড়ুদের সঙ্গে সময় কেটেছে তার।

২০৩৪ বিশ্বকাপ হবে 'সর্বকালের সেরা': রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২২ সালে সফলভাবে কাতারে বিশ্বকাপ আয়োজিত হওয়ার এক যুগ পর আবার মরুর দেশে আয়োজিত হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ। ফিফা গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে ২০৩৪ বিশ্বকাপ সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে, যা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘটনা। মরুর দেশে হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা হবে বলে মনে করছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সৌদি আরব ফুটবলের অগ্রগতির প্রশংসা করে রোনালদো বলেছেন, ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ হবে 'সর্বকালের সেরা'।

নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে এক ভিডিও রোনালদো বলেন, '২০৩৪ সালে

হবে সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ। অবকাঠামো, স্টেডিয়াম এবং সমর্থকদের জন্য সুবিধাসহ সব কিছুই অসাধারণ। আমি নিশ্চিত, এটি একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হবে। সৌদি আরবে ফুটবলের দ্রুত উন্নয়ন আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য প্রস্তুতিকে সামনে রেখে নতুন করে ১১ স্টেডিয়াম বানানোর পরিকল্পনা আগেই হাতে নিয়েছে সৌদি। সব মিলিয়ে ২৩টি স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। সৌদি ফেডারেশন তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনায় উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ রেখেছে কিং সালমান স্টেডিয়ামে। কিন্তু এটি এখনো নির্মীয়মাণ।

রোনালদো আরও বলেন, 'সৌদি প্রো লিগের মান অনেক বেড়েছে। এখন সাত বা আটটি শক্তিশালী ক্লাব রয়েছে যেগুলোকে হারানো কঠিন। সৌদি খেলোয়াড়দের মানও দারুণ।'

রোনালদো ২০২২ সালে আল নাসরে যোগ দিয়ে সৌদি ফুটবলের নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচের পদ ছাড়লেন গিলেস্পি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

পাকিস্তান টেস্ট দলের প্রধান কোচ জেসন গিলেস্পি তার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দেশ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই সাবেক পেসার।

ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পিসিবির এক মুখপাত্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিসিবির ওই মুখপাত্র বলেছেন, 'জেসন গিলেস্পি পদত্যাগ করেছেন,' তবে এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।

ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গিলেস্পির এই পদত্যাগ প্রত্যাশিতই ছিল, কারণ পিসিবি তার সহকারী কোচ টিম নিলসেনের চুক্তি নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। গিলেস্পি ও নিলসেনের মধ্যে ভালো কাজের সম্পর্ক থাকলেও এটি সম্ভবত তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে।

সাদা বলের কোচের পদ থেকে গ্যারি কারস্টেনের পদত্যাগের এক মাস পেরোতে না পেরোতেই টেস্ট কোচের পদ ছাড়লেন জেসন গিলেস্পিও। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ঠিক আগে বড় ধাক্কা খেলো পিসিবি। চলতি বছরের এপ্রিলেই পিসিবি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার জেসন গিলেস্পিকে ২ বছরের জন্য পাকিস্তানের টেস্ট দলের প্রধান কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছিল। আট মাসের মাথায় পদত্যাগ করলেন তিনি।

২০২৪ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কারস্টেন দায়িত্ব ছাড়ার পর গিলেস্পিকে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে সীমিত ওভারের দলের কোচও করা হয়েছিল। তবে তারপরেই বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

নানা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গিলেস্পিকে দিয়ে এক বেতনে দুটো কাজ করাতে চাইছিল পিসিবি। এরপরেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। এবার পাকিস্তান দলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন গিলেস্পি।

গিলেস্পির পদত্যাগের পর পিসিবি আকিব জাভেদকে অন্তর্বর্তীকালীন টেস্ট কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এর আগে গ্যারি কারস্টেনের পদত্যাগের পর আকিবকে সাদা বলের দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন, যেখানে তারা তিনটি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি ওয়ানডে খেলছে।

পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'লাল বল দলের প্রধান কোচ হিসেবে জেসন গিলেস্পির পদত্যাগের পর আকিব জাভেদকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

আকিবের প্রথম টেস্ট সিরিজ হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয় টেস্ট ৩ থেকে ৭ জানুয়ারি কেপ টাউনের নিউল্যান্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হবে।

এবার জুভেন্তাসের কাছে হেরে আরও বিপাকে ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

হঠাৎ কী হলো ম্যানসিটির! পারফরম্যান্সে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ইউরোপে প্রতিপক্ষ দলগুলোর শিবিরে রীতিমতো ভীতি ছড়ানো দলটির সেই ভয়ঙ্কর রূপ হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। একের পর এক হার ও ড্রয়ে অবস্থা বেগতিক। এবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জুভেন্তাসের কাছে ২-০ গোলে হেরে বসল পেপ গার্দিওলার দল।

বুধবার জুভেন্তাসের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ স্টেডিয়ামে আতিথেয়তা নেয় ম্যানসিটি। ম্যাচে জুভেন্তাসের দুসান ভ্লাহোভিচ ও ওয়েস্টান ম্যাককেনির একটি করে গোলে হার নিশ্চিত হয় সিটির। প্রথমার্ধে জুভেন্তাসের আক্রমণে সেভাবে ধার ছিল না। একই সময়ে আরও নির্জীব ছিল সিটির আক্রমণভাগ।

ম্যাচের ডেডলাইন ভাঙতে দ্বিতীয়ার্ধ পরপর আক্রমণে ওঠে স্বাগতিক তুরিনের ক্লাব। সমান লড়াই চালাতে থাকে সিটিও। তারই মাঝে ৫৩তম মিনিটে ভ্লাহোভিচের গোলে লিড নেয় জুভেন্তাস। সতীর্থের বাড়ানো ক্রস গোলমুখে পেয়ে হেড দেন, সেই বল সিটির ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসনের বুকে লেগে গোললাইনে ড্রপ খেয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। এরপর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে সিটি। ৬৮তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ইলকাই গুনদোয়ানের শট ঠেকিয়ে দেন জুভেন্তাস গোলরক্ষক। উল্টো ৭৫তম মিনিটে স্বাগতিকদের দ্বিতীয় গোলে হতাশা বাড়ে ম্যানসিটি শিবির। পেনাল্টি স্পটের কাছে দুর্দান্ত ভঙ্গিতে গোল করেন ম্যাককেনি। যুক্তরাষ্ট্র মিডফিল্ডারের সেই গোলটিই তাদের জয় নিশ্চিত করে দেয়। বাকি সময়ে জালের দেখা পায়নি আর কেউ।

এই ম্যাচ দিয়ে ইতালিয়ান তুরিনের ক্লাবটি যেমন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে ওঠার আশা জোরালো করল, তেমনি টুর্নামেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও নড়বড়ে করে তুলল গার্দিওলার শিষ্যরা।

এ নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১০ ম্যাচে কেবল একটিতে জিতেছে ম্যানসিটি। ইউসিএলের ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান ২২ নম্বরে। তাদের হারিয়ে সরাসরি নকআউটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল জুভেন্তাস। সমান ম্যাচে ১৪ নম্বরে থাকা দলটির পয়েন্ট ১১।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR